মেহেরপুরে অফিসার্স ক্লাবের নবনির্মিত ব্যাডমিন্টন কোর্ট উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অফিসার্স ক্লাব প্রাঙ্গণে নবনির্মিত ব্যাডমিন্টন কোর্টের উদ্বোধন হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম ফিতা কেটে ও নামফলক উন্মোচন করে কোর্টের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমার এবং ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল মতিন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অফিসার্স ক্লাবের এই উদ্যোগ কর্মকর্তাদের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উদ্বোধন শেষে কর্মকর্তারা নবনির্মিত কোর্টে প্রীতি ব্যাডমিন্টন ম্যাচে অংশ নেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল আর নেই

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি, ইটভাটা মালিক সমিতির সাবেক উপদেষ্টা, জেলা পরিষদের সাবেক

চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ মঙ্গলবার তার একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ একাধিক মামলা দায়েরের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ মঙ্গলবার বাদ আসর মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে মরহুম গোলাম রসুলের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

বহিস্কৃত এএসআই রুবেল-ইমা দম্পত্তির ভয়াবহ প্রতারণা!

ভয়ঙ্কর এক প্রতারক দম্পত্তির ফাঁদে পড়ে নি:স্ব প্রায় দেড় শতাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যেক্তা । পুলিশ লাইনের রেশনের ব্যবসা ও ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে লাভ দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে প্রায় এক বছর ধরে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারক দম্পত্তি রুবেল শেখ ও তানিশা ইয়াসমিন ইমা। রুবেল শেখ পুলিশের এএসআই পদমযর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মামলায় তিনি বহিস্কৃত হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ায় তাদের বসবাস।

তাদের এ কর্মকাণ্ডে সহযোগীতা করেছেন সুমন হোসেন নামের পুলিশের

এসআই পদমযর্যাদার এক কর্মকর্তা, স্থানীয় যুবলীগ নেত্রী হাসিনা খাতুন ও ইমার মা মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের স্টাফ আয়েশা খাতুন। ভুক্তভোগীরা থানায় গিয়েও কোন সুফল পাচ্ছেন না। প্রতারক এ চক্রটি ভুক্তভোগীদের হুমকি-ধামকি দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ায় পুলিশ লাইনের রেশন সামগ্রীর নামে সয়াবিন তেল, চাল, চিনি ও ডাল সরবরাহের ব্যবসা দেখিয়ে সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সাসপেন্ড হওয়া পুলিশ কর্মকর্তা এএসআই রুবেল ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন ইমার বিরুদ্ধে। প্রথমে স্বল্প মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে আস্থা অর্জন করলেও পরবর্তীতে হঠাৎ সব ধরনের পণ্য দেওয়া বন্ধ করে দেন তারা। তবে শুধু পন্য সরবরাহ না, পাশাপাশি সুদের মাধ্যমে লাভ দেওয়ার নাম করেও অনেকের কাছে থেকে টাকা নিয়েছেন বলে নাম প্রকাশ না করার সূত্রে কয়েকজন জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগীরা জানান, অন্তত দেড়শো মানুষ তাদের কাছে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা পাওনা। ক্তভোগীদের অভিযোগ প্রায় ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এ চক্রটি।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার বিকালে পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ায় গিয়ে জানা গেছে প্রতারক দম্পত্তির ভয়ঙ্কর প্রতারণা গল্প।

পাবনা থেকে এসে মেহেরপুরে দর্জির কাজ করা শিউলী খাতুন জানান, অগ্রিম দেওয়া ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা এখনো পাননি। তিনি অভিযোগ করেন, ইমা শেলী ঘনিষ্ঠতার সুযোগে তার গলার চেইন ও কানের দুল নেন, যা ফেরত দেয়নি। ২ লাখ ২০ হাজার টাকার একটি চেক দিলেও সেখানে চালাকির আশ্রয় নিয়ে নিজের নামে চেক লিখে দিয়েছেন তানিশা ইয়াসমিন। এছাড়া সাদা কাগচে ১২লাখ ৩২ হাজার টাকার হিসাব করে সেখানে সাক্ষর করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে টাকা চাইতে গেলে ইমা, তার মা ও সহযোগী হাসিনা মিলে তাকে মারধর করেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শেলীর স্বামী মো. শফিউল আলম জানান, তার স্ত্রী তেল কিনলে তিনি দোকানে বিক্রি করতেন। পরে অগ্রিম টাকা নেওয়ার পর পণ্য দেওয়া বন্ধ করেন ইমারা। এ বিষয়ে সেনাবাহিনী জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা টাকা ফেরতের আশ্বাস দিলেও পরে আর দেননি। থানায় অভিযোগ করেও সমাধান

মেলেনি বলে দাবি তার।

স্টেডিয়াম পাড়ার নারী উদ্যোক্তা রেহানা খাতুন বলেন, ‘আমি একজন উদ্যোক্তা। ফেসবুক পেজের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ১৭ টি আইটেমের ব্যবসা করে আসছি। পেয়াদা পাড়ার হাসিনার কথাতে আমি আমার ব্যবসাতে সয়াবিন তেল সংযুক্ত করি। হাসিনার মাধ্যমে ইমা, এএসআই রুবেল এবং আয়েশা খাতুন আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং বলে আমাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে, এই লাইসেন্স দিয়ে আমরা পুলিশ লাইনে রেশনের মালামালের ব্যবসা করি। তাদের এই কথাতে আমি তাদের সাথে তেলের ব্যবসায় রাজি হই। এরপর তাদের আমি অর্ডার বাবদ অগ্রিম টাকা দিই। এরপর তারা আমাকে ৬ বার তেল সরবরাহ করে। তাদেরকে সবসময়ই অর্ডারের টাকা অগ্রিম পরিষদ করতে হতো। এক পর্যায়ে আমি তাদেরকে চারটা অর্ডার দিই। ১ লাখ ৫৬ হাজার করে তিনটা অর্ডার এবং ৮৪ হাজারের একটা অর্ডার। সব মিলিয়ে ৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা পাওয়না রয়েছে। শেষ অর্ডার দেয়ার পর থেকে সাত মাস যাবত আমাকে ঘুরাচ্ছে। আমাকে তেলও দেয় না আবার টাকাও ফেরত দেয় না। আমি বাজার কমিটিতে একটি অভিযোগ করেছি বাজার কমিটি আমাকে একটি প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছে। আমি মেহেরপুর সদর থানাতেও একটা অভিযোগ করেছিলাম সেখানে সালিশে তারা টাকা পয়সার ব্যাপারটা স্বীকার করলেও দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সেসময় এসআই অমিত কুমর আমাকে স্বৈরাচারের দোসর আখ্যায়িত করে বলেন ১৭ বছর তো অনেক কামিয়েছেন, আপনার এই টাকা না নিলেই বা কি হবে। এরপর আমি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুর রহমান খানের কাছে যাই। তিনি আমাকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি মামলা করার প্রক্রিয়ার দিকে আগাচ্ছি।

এলাকার নারী উদ্যোক্তা আসমানি খাতুন জানান, রেশনের তেল সরবরাহের নামে দেড় লাখ টাকা নিলেও এক বছরেও কোনো মালামাল পাননি। নাম প্রকাশ না করা অনেকে দাবি করেন, কেউ দুই লাখ, কেউ পাঁচ লাখ, কেউবা বিশ লাখ পর্যন্ত দিয়েছেন। প্রথমে সরবরাহ দিলেও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পুরোপুরি বন্ধ।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শিমুল খান জানান, পুলিশের রেশন সামগ্রী সরবরাহের কথা বলে অগ্রিম দুই লাখ টাকা নেওয়া হয় আট মাস আগে, যা আর ফেরত পাওয়া যায়নি।

এ ঘটনায় স্থানীয়ভাবে সালিশ ও আলোচনার পাশাপাশি সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের পরও ভুক্তভোগীরা টাকা ফেরত পাননি। অভিযোগ রয়েছে, গণমাধ্যমে কথা বলায় সোমবার রাত ৯টার দিকে ইমা শেলী প্রতিবেশীর

বাড়ির গেটে গিয়ে প্রকাশ্যে গালাগাল ও হুমকি দেন।

রিকশাচালক রুবেল, যিনি দীর্ঘদিন তাদের হয়ে পণ্য সরবরাহ করতেন, বলেন এক মাসেরও বেশি সময় ধরে এই ব্যবসা বন্ধ। ইমা ও রুবেলের নির্দেশেই সব করা হতো বলে জানান তিনি।

অভিযোগ সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করা হলে এসআই সুমন জানান, রুবেলের সঙ্গে চাকরি সূত্রে পরিচয় থাকলেও ব্যবসার সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ এস আই সুমনকে ডিও স্যার সাজিয়ে তারা এ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এস আই সুমনও ভুক্তভোগীদের বাড়িতে গিয়ে টাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে। ভুক্তভোগীদের সাথে এসআই সুমনের এসকল কল রেকর্ড প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

তবে মূল অভিযুক্ত তানিশা ইয়াসমিন ইমাকে ফোন পাওয়া যায়নি। তবে প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময়ে চাকরিচ্যুত এএস আই রুবেল শেখ প্রথমে প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরে বিভিন্নজনের কাছে ঋণ থাকার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমি টাকার সমস্যা থাকায় বিভিন্ন জনের কাছে থেকে সুদের বিনিময়ে টাকা নিয়েছি। সুদের বিনিময়ে টাকা নিয়েছেন তো, তেল চিনি কিভাবে দিলেন এমন প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যান। শেষে তিনি প্রতিবেদককে তার সাথে দেখা করে চা খাওয়া ও গল্প করার প্রস্তাবও দেন।

তবে, হাসিনা খাতুন টাকা নেওয়া ও তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা এ প্রতিবেদকের কাছে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে প্রতিবেদকের কাছে ফোন দিয়ে পুরো পরিচয় জানতে চেয়ে হুমকি দেন।

ভুক্তভোগীরা হাসিনা খাতুনের বিষয়ে অভিযোগ করে বলেন, তার ইসলামি ব্যাংকের একাউন্টে লেনদেনের মাধ্যমে এ ব্যবসা পরিচালনা করতো ইমা ও রুবেল। হাসিনা সাবেক মেয়রের বাসায় কাজ করতো। তার একাউন্টের হিসাব দেখলে বুঝা যাবে টাকার উৎস কি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে। প্রায় কোটির টাকা কিছু অভিযোগের কথা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখনো কেউ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেনি বলে জানান তিনি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, একই কৌশলে শহর ও আশপাশের বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পুলিশ লাইনের নাম ব্যবহার করে প্রভাব

বিস্তার করে ভুক্তভোগীদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এখনো কার্যকর ব্যবস্থা দেখা যায়নি।

সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দ্রুত তদন্ত করে এ চক্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ—পুলিশ সদস্যের নাম জড়ানো থাকায় কেউই প্রথমে সন্দেহ করেননি। এখন পুরো এলাকা অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়েছে বলে জানান তারা।

মেহেরপুরে শসা ক্ষেতে ভাইরাসের আক্রমণ

মেহেরপুরে ভাইরাসজনিত রোগে নষ্ট হচ্ছে শত শত বিঘা জমির শসাক্ষেত। দীর্ঘদিন পরিচর্যা করে শসা বাজারজাত করার মুহূর্তে ভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষিরা। পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, মাচাতেই শুকিয়ে যাচ্ছে গাছের ডগা ও শসার জালি। ক্ষেত রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার ওষুধ স্প্রে করেও উপকার পাচ্ছেন না কৃষকরা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জেলার হাজারো শসা চাষি। শেষ মুহূর্তে ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন তারা।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, জমিতে বোরনের ঘাটতির কারণে শসাক্ষেত নষ্ট হচ্ছে। ক্ষেত রক্ষায় মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের।

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় চলতি মৌসুমে ২৬৫ হেক্টর জমিতে শসার আবাদ হয়েছে। জেলা কৃষি বিভাগ ৭ হাজার মেট্রিক টন শসা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। মেহেরপুরের শসা জেলার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জেলাতেও সরবরাহ করা হয়। উৎপাদিত শসা সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় হওয়ায় বাইরের জেলায় ব্যাপক চাহিদা থাকে। কিন্তু ভাইরাসজনিত রোগে গাছ শুকিয়ে যাওয়ায় উৎপাদন কমে গেছে, ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হচ্ছে।

চাষিরা বলছেন, জমি প্রস্তুত, মাচা তৈরি, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যার খরচ মিলিয়ে প্রতি বিঘা জমিতে উৎপাদন ব্যয় হয়েছে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। এখন শসা বিক্রির সময়, অথচ ক্ষেতে ভাইরাসে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, সতেজতা নষ্ট হচ্ছে এবং শসার জালি বেঁকে লালচে হয়ে ঝরে পড়ছে। প্রতিবছর যতটা শসা উৎপাদন হয়, এবছর তার অর্ধেকও হচ্ছে না। বাইরের জেলাগুলোতে মেহেরপুরের শসার ব্যাপক চাহিদা থাকলেও পাইকারি ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া উৎপাদিত শসার রঙ হলুদ হওয়ায় বাজারে চাহিদা কম, ফলে লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষিদের।

মেহেরপুরের কালিগঞ্জ, গাড়াবাড়িয়া, সাহারবাটি ও ধলার মাঠে গিয়ে দেখা গেছে শসাক্ষেতের এমন চিত্র। মেহেরপুরের শসা প্রতি বছর ট্রাকভর্তি হয়ে বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এবছর গুণগত মান খারাপ ও উৎপাদন কম হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী শসা পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষকদের অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ পাশে নেই।

কালিগঞ্জ গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, “দুই বিঘা জমিতে শসা লাগিয়েছিলাম। জমি প্রস্তুত, মাচা তৈরি, সার, কীটনাশক মিলে খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা। এখন বিক্রির উপযুক্ত সময়, অথচ গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, শসার জালি শুকিয়ে বেঁকে লালচে হয়ে যাচ্ছে। নানা ওষুধ ব্যবহার করেও ফল পাচ্ছি না।

ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান জানান, প্রতিবছর এ সময় কয়েকশ টন শসা ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হতো। কিন্তু এবছর তার অর্ধেকও পাঠাতে পারছি না।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন বলেন, অতিরিক্ত রোদ, জমিতে বোরনের ঘাটতি ও একই জমিতে বারবার একই ফসল আবাদ করার কারণে এমনটা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুব সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র্যালি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপি ও পৌর শাখার উদ্যোগে যুব সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র্যালি আয়োজন করা হয়।

গতকাল সোমবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে একটি র্যালি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে আয়োজিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

এসময়ে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনি, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন সহ হাজারো নেতাকর্মী।

র্যালি শেষে যুব সমাবেশে বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়া সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদলের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। রয়েছে সোনালী অতীত। ক্রান্তি লগ্নে এই যুবদলের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বারবার হাল ফিরে পেয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধনের লড়াইয়ে যুবদল শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

মেহেরপুরের পশ্চিম সিংহাটিতে

শত্রুতামূলক কমলা বাগান কর্তন

মেহেরপুরের পশ্চিম সিংহাটি গ্রামে শত্রুতামূলক প্রবাসীর চায়না কমলার গাছ কেটে তছরূপ করেছে দুর্বৃত্তরা। ক্ষতিগ্রস্থ প্রবাসী শহর আলী সিংহাটি পশ্চিম পাড়ার আবদুল জলিলের ছেলে।

গত রবিবার দিনগত রাতে কে বা কারা রাতের আঁধারে এই ক্ষতি সাধন করে। কাতার প্রবাসী শহর আলী বলেন, কিছু দিন হলো তিন মাসের ছুটিতে বাড়ী এসেছি। ১৭ বছর আগে কাতারে যাওয়ার সময় মায়ের দশ কাঠা জমি বিক্রি করে আমি বিদেশে যায়। পরবর্তীতে আমি মায়ের নামে ২২ কাঠা জমি কিনে দিই। পারিবারিক বিভিন্ন ঝামেলার কারণে আমি পরিবারের সকলের সম্মতিতে গত সপ্তাহে মায়ের কাছ থেকে আমার নামে ৮ কাঠা জমি রেজিষ্ট্রি করে নিই। আর এক সপ্তাহের মাথায় কে বা কারা আমার এই ক্ষতি টা করলো।

বাগানের পরিচর্যাকারী রিমন বলেন, আমার দুলাভাই কাতার প্রবাসী। দু’বছর আগে তার ২৪ কাঠা জমিতে ১৩০ টা চায়না কমলার গাছ রোপন করি। নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে তিল তিল করে গাছ গুলো বড় হচ্ছে, এক দেড় বছরের মধ্যে গাছগুলোতে ফল ধরবে। এরই মাঝে গতরাতে শত্রুতামূলক দুর্বৃত্তরা ৩৫ টি গাছ কেটে রেখে যায়। মানুষের সাথে মানুষের শত্রুতা থাকতে পারে কিন্তু গাছের সাথে কিসের শত্রুতা? আমি দোষীদের বিচার দাবি জানাচ্ছি। এ বিষয়ে তিনি থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মেহেরপুরে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন মেহেরপুর জেলা যুবদল।

আজ সোমবার বিকেলে এ আলোচনা সভা ও কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জুলাই-আগস্টে যুবদল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। আগামীতে তারেক রহমানের নির্দেশিত ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এই শ্লোগানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুবদল নিরলসভাবে কাজ করে যাবে। সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে দেশের মানুষের সেবা ও একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনে যুবদল ভূমিকা রাখবে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই-আগস্টের চেতনা ধারণ করে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আলোকিত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি এবং মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সম্প্রসারণ কক্ষ উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সম্প্রসারণ কক্ষ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নামফলক উন্মোচন ও ফিতা কেটে সম্প্রসারণ কক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল

ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম সদর উপজেলা ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে জেলা বিএনপি কার্যালয় চত্বর থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. কাউসার আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মো. মুশাররফ হোসেন তপু, সদস্য মেহেদি হাসান রোলেক্স, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মোহাম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবিরসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বক্তারা বলেন, যুবদল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের আন্দোলনে সবসময় অগ্রভাগে থাকবে।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মেহেরপুরে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পরিণত হয় এক মিলনমেলায়।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে “সদর উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫” এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টার সময় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, খেলাধুলা মানুষকে মাদক থেকে দূরে রাখে, সমাজে শৃঙ্খলা ও ঐক্য সৃষ্টি করে। তরুণ প্রজন্মকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে নিয়মিত ক্রীড়া চর্চার বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন এবং জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুল উল আলম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল

মামুন, জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক আব্দুল মালেক, সদস্য সচিব আতর আলী, আমদহ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, পিরোজপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবিরসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি ও ক্রীড়ানুরাগীরা।

উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন ও পিরোজপুর ইউনিয়ন দল। খেলার শুরুতেই স্টেডিয়ামে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল উপচে পড়া।